

সখি!

তোমার চিঠি পড়লাম। চারদিক সব কেমন শান্ত। শেলফের ইসলামি আর পিছলামি কেতাবগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা সব মুখ টিপে হাসছে। বলছে, যাও, আজ রণতুর্যের ছুটি, আজ শুধুই শৈশবের বাঁকা বাঁশের বাঁশরী। কিন্তু ওরা জানেনা কত যুগ হয়ে গেল বাঁশী পড়ে আছে অনাদরে পথের ধুলোয়, আগুনের লেলিহান শিখায় বাঁশরীয়া জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে গেছে সেই কবে!

যাবে আমার সাথে? চলো যাই। হাতে হাত ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে যাই সেই ধুলোমাখা পথে আর একবার। সেই চল্লিশ বছর আগের নাটোরে যেখানে ইলেক্ট্রিসিটি নেই, মৃদু লঠনের চারপাশে ওড়ে ঘনপতঙ্গ। যেখানে মাটির চেয়ে পানি বেশী, বসন্তের চেয়ে বেশী জঙ্গল আর ঘাসের চেয়ে বেশী ঝাঁঝিপোকা জোনাকি। যেখানে মানুষগুলো হরিণের মত সহজ সরল। যেখানে আমি ছিলাম কিন্তু আজ আর নেই তাই জলে-জঙ্গলে আজ মিছেমিছিই নামে সন্ধ্যার মায়াময় অন্ধকার। আর যেখানে থাকে ছোট্ট এক রহস্যময় বনলতা সেন। আর থাকে ছোট্ট এক মিষ্টি জীবনানন্দ দাস।

আবার যদি ইচ্ছে করো আবার আসি ফিরে, - আশৈশবের ঢেউ খেলানো সেই সময়ের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, আবার দু'জন করি খেলা, হাসি এবং কাঁদি এবং ভাসি নয়ন নীরে।

আ-হ ! মানুষ এভাবেই বুঝি স্মৃতির অলীক দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিভ্রংশ উন্মাদ হয় !

তারপর সেই ভুলগুলো আবার নিশ্চয়ই করব যেগুলো আমার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

কারণ সে ভুলগুলো কি সুন্দরই যে ছিল!

লিখো, লিখো, আমাকে চিঠি লিখো। যদি আমি জবাব না-ও দিই ত-বু লিখো।

সখা।